ভুল ও ভালোবাসা

শার্লট ব্রন্টির উপন্যাস *জেন আয়ার*-এর
ছায়া অবলম্বনে চিত্রনাট্য

সৈয়দ শামসুল হক

ঐতিহ্য

প্রসঙ্গ কথা

সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক বিবিসিতে কর্মকালে বহু বিদেশি উপন্যাস ও নাটক অনুবাদ করে মঞ্চায়ন করেছেন। একই সঙ্গে বিশ্বখ্যাত সাহিত্যকর্মের ছায়া অবলম্বনে, দেশি ভাবাবহে বেশ কিছু চিত্রনাট্য রচনা করেছেন তিনি। শার্লট ব্রন্টির 'জেন আয়ার' অবলম্বনে রচিত 'ভুল ও ভালোবাসা' তেমনই একটি চিত্রনাট্য।

কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হকের সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত এই দুর্লভ পাণ্ডুলিপিটি প্রথমে ঐতিহ্য ঈদ সংকলন ২০২৪ 'চানরাত'-এ প্রকাশিত হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সৈয়দ হকের অষ্টম প্রয়াণবার্ষিকী স্মরণে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। আশা করি পাঠকের ভালো লাগবে।

আরিফুর রহমান নাইম
প্রধান নির্বাহী
ঐতিহ্য
সেপ্টেম্বর ২০২৪

দৃশ্য ১

মিড শট

সাবিহা, এ ছবির নায়িকা। সোলো শট। তার চুল এলোমেলো, চোখের কোণে কালি, আতঙ্কিত তার অভিব্যক্তি। সাবিহা ঘরের কোণে দেয়ালের সঙ্গে প্রায় ঠেস দিয়ে আধো বসে। সময়টা — রাত। শটে আর কাউকে না দেখা গেলেও সাবিহার অভিব্যক্তিতে বোঝা যায় ঘরে আর একজন আছে। অচিরেই অফ ভয়েসে তার অট্টহাসি শোনা যায়, তারপর অফভয়েসেই সংলাপ।

পুরুষকণ্ঠ : হাঃ হাঃ হাঃ। এ বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। আমি যেখানে তোমার বিয়ে দেব, সেখানেই তোমার বিয়ে হবে, সাবিহা।

সাবিহা : না, না, না।

ভয়ার্ত অস্ফুটস্বরে সাবিহা উচ্চারণ করবে, পেছুবার চেষ্টা করবে, পেছনে দেয়াল, তখন সে পেছনের দেয়াল ঠেস দিয়েই আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াবে, আর ক্যামেরা তার ওপর ধীরে চার্জ করে ক্লোজ শটে ধরবে। একই সঙ্গে অফ ভয়েসে পুরুষকণ্ঠ শোনা যেতে থাকবে।

পুরুষকণ্ঠ : আলবত হ্যাঁ। আগামীকাল সন্ধ্যায় তারা আসবে, আগামীকাল সন্ধ্যায় তোমার বিয়ে, আগামীকাল সন্ধ্যায় সুন্দরী সাবিহা লাল শাড়ি পরে বলবে, হ্যাঁ, কবুল। —নইলে, নইলে, তোমার ঐ রূপ আমি এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেব।

আর্তনাদ করে ওঠে সাবিহা।

পুরুষকণ্ঠ : ভয় পেলে? হাঃ হাঃ হাঃ। —পালাবে ভাবছ? পারবে না। হাঃ হাঃ হা।

সাবিহার ওপরেই হঠাৎ দরোজা বন্ধ হবার শব্দ ওভারল্যাপ হয়। সাবিহা ছুটে যায় দরজার দিকে। দরোজায় আঘাতের পর আঘাত করে। বাইরে থেকে তালা লাগাবার শব্দ আর অট্টহাসি।।

পুরুষকণ্ঠ : বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এ ঘরেই তুমি বন্দি হয়ে থাকবে। হাঃ হাঃ হাঃ।

হাসিটা দূরে মিলিয়ে যায়।

আর একই সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ে সাবিহা। দরোজা ধরে বসে পড়ে সেখানেই, সংলাপ বলতে বলতে লুটিয়ে পড়ে মেঝেয়।

সাবিহা : আল্লা, রাহমানুর রহিম, তুমি রক্ষা করো, তুমি আমাকে রক্ষা করো। এ সংসারে যে এতিম, তুমি ছাড়া আর কে আছে? আমাকে তুমিই তো একদিন আশ্রয় খুঁজে দিয়েছিলে, তুমি কী এমন আশ্রয় আমাকে দিয়েছিলে, খোদা, যেখানে আমার মরণ তুমি লিখেছ? না, তুমি তো দয়ার সাগর, তুমি তো করুণাময়, আমি তোমারই হাতে আবার আমার সব ছেড়ে দিলাম। আমাকে তুমি এই শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করো, আল্লা।

মেঝেয় মাথা ঠুকতে ঠকতে হতচেতন হয়ে যায় সাবিহা। তার ওপরে করুণ সংগীত দূর থেকে ভেসে আসে। সেই সংগীতের ভেতর যেন আমরা স্বর্গীয় কোরাস শুনতে পাই।

কোরাস মিলিয়ে যায়।

অফক্রিনে পেটা ঘড়িতে রাত দুটো বাজবার ঢং ঢং শব্দ শোনা যায়। ঘড়ির শব্দ মিলিয়ে যায়।

দরোজার তালা খোলার মৃদু আওয়াজ পাওয়া যায়।

সাবিহা ধীরে মাথা তোলে। তার চোখে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে। সে শয়তানের আগমন প্রতীক্ষা করে। ধীরে দরোজা খুলে যায়। কিন্তু কাউকে দেখা যায় না।

সাবিহা জ্বলন্ত চোখে দরোজার দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু কেউ আসে না। তখন সাবিহার ভ্রু ঈষৎ কুঞ্চিত হয়। সে ঠিক বুঝতে পারে না, কী ঘটছে। সে উঠে দাঁড়ায়।

দরোজার কাছে যায়। তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় — করিডর জনশূন্য, ফাঁকা।

দৃশ্য ২

ঘর থেকে ধীরে বেরিয়ে আসে সাবিহা। চারদিকে তাকায়। কেউ কোথাও নেই। নিঃশব্দে সে করিডর পেরিয়ে যায়।

সিঁড়ি দিয়ে নামে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর দরোজার দিকে বাঁক নিতেই কাকে দেখে যেন চমকে ওঠে সাবিহা।

মিডক্লোজ শট

বুড়ি দাসী। দাসী নিজের ঠোঁটে হাত দেখে সাবিহাকে চুপ থাকতে বলে।

ক্লোজ আপ

সাবিহা : সে যেন বুড়িকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

বুড়ি নীরবে তাকে অভয় দেয়, তাকে ইশারা করে।

বুড়ি এসে সাবিহার হাত ধরে দ্রুত একটা ছোট দরোজা দিয়ে বের করে নিয়ে যায়।

দৃশ্য ৩

বুড়ি সাবিহার হাত ধরে বাড়ির পেছনে নিয়ে আসে। এবার কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে তারা। এবার বুড়ি দাসী সজল চোখে বলে ওঠে,

বুড়ি : তোমার কান্দন শুইনা পাষাণ গইলা যায়, বুবু। সেই ছোটকাল থিকা তোমারে দেখছি, কোলেপিঠে মানুষ করছি। তোমার মামাতোভাই মানুষ না, একটা শয়তান। আইজ তোমারে যদি সাহায্য না করি, আল্লার কাছে হাশরের মাঠে আমি জবাব দিতে পারব না। আমার ছেলেরে খবর দিছি, বুবু। রিকশা নিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে। আসো।

বুড়ি সাবিহার হাত ধরে বাইরে নিয়ে যায় পাঁচিলের দরোজা দিয়ে।

দৃশ্য ৪

অন্ধকার সড়ক। রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ির ছেলে, সে নিজেই রিকশাওয়ালা। সাবিহা হঠাৎ বুড়িকে জড়িয়ে ধরে বলে,

সাবিহা : কিন্তু আমার যে যাবার কোথাও জায়গা নেই, হানিফের মা।

বুড়ি : আছে, তাও আমি চিন্তা কইরা রাখছি, বুবু। সেই মাস্টার, তোমার সেই গানের মাস্টার, তোমারে সে মেয়ের মতো ভালোবাসে। হানিফ, তুই তো কতদিন বুবুরে সেখানে নিয়া গেছস, পারবি না বাবা মেয়েটারে সহি সালামতে সেইখানে দিয়া আসতে?

হানিফ : পারুম না ক্যান? ঢাকার পোলা না আমি?

সাবিহা তখন বুড়ির হাত ধরে বলে,

সাবিহা : আর তুমি? তোমার যদি কিছু হয়?

বুড়ি : আমার কথা ভাইব না, সে কিছু জানতে পারব না। হারামজাদা মদ খাইয়া বেহুঁশ হইয়া আছে। ঘরে গিয়া আমি এমুনভাবে সব সাজায়া রাখুম, য্যান তুমি খিড়কি ভাইঙ্গা পলাইয়া গেছ।

ইতস্তত করে হাত ছেড়ে দেয় সাবিহা। বুড়ি তাকে রিকশায় তুলে দেয়। বুড়ি ছেলেকে বলে,

বুড়ি : এই শয়তানের পুরী থিকা মাইয়াটারে রক্ষা কর, বাবা।

হানিফ : এইটা তো সওয়াবের কাম।

হানিফ প্যাডেল চালিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়।

বুড়ি তাকিয়ে থাকে। আপনমনেই বলে,

বুড়ি : আল্লা, মাইয়াটারে তুমি দেইখো।

দৃশ্য ৫

গানের মাস্টারের বাড়ি। ইনি বয়সে প্রবীণ এবং চিরকুমার। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, মাথায় রুপালি উদ্ভ্রান্ত চুলের রাশ, পরনের ট্রাউজার সাসপেঞ্চার দিয়ে কাঁধ থেকে ঝোলানো। ঘরে পিয়ানো আছে। আরো কিছু বাদ্যযন্ত্র দেখা যাবে, যেমন বেহালা, ডাবল বাস। আমরা এঁকে স্যার বলে জানব, এবং পুরনো দিনের সাহেবি কেতার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলব অভিনয়ে।

দৃশ্য শুরু হবে স্যারের ক্লোজ আপ থেকে, তারপর যখন আমরা সাবিহার ওপর যাব, দেখব সে একটা মিউজিক্যাল টুলের ওপর বসে আছে।

স্যার : আশ্চর্য, মানুষ কী করে এত নীচ হয়? আমার নিজের ভাই আমাদের জমিদারি ঠকিয়ে নিয়ে গেল, সে তিরিশ বছরের কথা, আজো বিস্ময় গেল না — মানুষ কী করে এত স্বার্থপর হয়? যদি মিউজিক নিয়ে না থাকতাম, সাবিহা, আমি পাগল হয়ে যেতাম। আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারি। ভুলে যাও তুমি তোমার বাপের সম্পত্তির কথা, তোমার মায়ের গয়নার কথা—

সাবিহা : আমি তো সম্পত্তি চাই না স্যার, আমি তো অলংকার টাকা পয়সা কিছুই ফেরত চাই না, আমি শুধু চাই আমার মতো বেঁচে থাকতে, সামান্য একটু সুখ ছাড়া জীবনের কাছে আমার আর কিছুই চাইবার নেই, স্যার।

স্যার : আমি জানি। আমার কাছে বসে, আমার হাত ধরে, তুমি মিউজিক শিখেছ, সংগীত যার রক্তের ভেতরে আছে, গান যার কণ্ঠে আছে, টাকা পয়সা হীরে জহরত সব তার কাছে তুচ্ছ। আমি ভাবতেই পারি না, হাসি, মানুষ গান গায়, কবিতা লেখে, ছবি আঁকে, প্রেম প্রীতি ভালোবাসা নিয়ে মানুষ মনুষ্যত্বের গৌরব করে, আবার সেই মানুষের ভেতরেই এমন মানুষও আছে যারা সাপের চেয়েও খল, বাঘের চেয়েও হিংস্র, জল্লাদের চেয়েও নিষ্ঠুর।

স্যার এসে সাবিহার কাঁধে হাত রাখে।

স্যার : অনেক দেখেছি, এখন বুড়ো হয়ে গেছি, আই অ্যাম অ্যান ওলড ম্যান নাউ। আমার কতটুকু সাধ্য জানি না, তোমার কোনো ভয় নেই, আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব।

সাবিহা : আপনি তাকে জানেন না, স্যার, আমাকে অসহায় পেয়ে নিঃস্ব করেও তার লোভ মেটেনি, অনেক টাকার বদলে সে আমাকে এক লম্পটের হাতে তুলে দিচ্ছিল, পালিয়ে এলেও সহজে সে ছেড়ে দেবে না। আমি আপনাকে বিপদে ফেলতে চাই না, স্যার। আমি শুধু চাই, আপনি আমাকে এই শহর থেকে দূরে, তার নাগালের বাইরে, অনেক দূরে, কোথাও আমাকে পাঠিয়ে দিন, কোথাও আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিন। আমি আমার অতীত ভুলে যেতে চাই, মানুষের নীচতা থেকে দূরে থাকতে চাই, মানুষের ছলনা থেকে দূরে থাকতে চাই। স্যার, আমি যে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি, আমি আবার মানুষকে বিশ্বাস করতে চাই।

কান্নায় ভেঙে পড়ে সাবিহা।
স্যার উঠে এসে তার পিঠে চাপড় দিয়ে আদর করে। বলে,

স্যার : ভেঙে পড়ো না, মা। ভেঙে পড়তে নেই। অতীতকে যদি গেছনে ফেলে এসেছ, ভবিষ্যতের দিকে স্বপ্ন নিয়ে তুমি

তাকাও, তুমি এগিয়ে যাও। এত বড় পৃথিবীর কোথাও না কোথাও তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা — কিন্তু তোমাকে তো এগিয়ে যেতে হবে, হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তোমার মনে নেই?—যে গানটা তোমার সবচেয়ে প্রিয়, তার কথাগুলো মনে নেই? ভুলে গেলে? ভুলে গেছ?

স্যার সাবিহাকে ছেড়ে এগিয়ে যায় পিয়ানোর দিকে।

সাবিহা তবু মুখ লুকিয়ে থাকে নিজের হাতের ভেতর। হঠাৎ তার ওপর ওভারল্যাপ হয় পিয়ানোয় একটি গানের সুর।

সাবিহা ধীরে মুখ তোলে, চোখ তুলে তাকায়।

তার দিকে পেছন ফিরে স্যার বাজিয়ে চলে। একটু পর স্যার বাজাতে বাজাতে পেছন ফিরে তাকায়, মুখে স্নেহের হাসি। তখন সাবিহার মুখেও অতি ধীরে অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠতে থাকে।

সাবিহা উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে যায় স্যারের দিকে। স্যার অনুভব করে তার পেছনে সাবিহা। একটু পর বাজাতে বাজাতেই স্যার বলে চলে,

স্যার : তুমি বলেছিলে না?— দূরে যেতে চাও, অনেক দূরে? একটা অদ্ভুত যোগাযোগ। আজ সকালেই তো? হ্যাঁ, আজ সকালেই একজন এসে তোমার মতো একজনকে খুঁজছিল।

সাবিহা : কে সে?

স্যার : চমকে উঠলে যে? মানুষকে অবিশ্বাস করতে নেই, সাবিহা।

বলেই স্যার পিয়নোয় প্রবল আঘাত করেন এবং সংগীত এখন পূর্ণ রূপ নিয়ে আমাদের কানে আছড়ে পড়ে। সংগীতের এই অভিঘাত আমাদের কাট করে নিয়ে যায় টাইটেলে।

শাদার ওপরে একগুচ্ছ রজনীগন্ধার পাশে টাইটেলের লেখাগুলো ভেসে ওঠে। পরিচালকের নাম শেষে ক্যামেরা এগিয়ে গিয়ে শুধু ফুলের গুচ্ছ ধরে রাখে।

ফেড আউট

টীকা : যে গানের সুর পিয়ানোতে বাজানো হবে সেই গান ছবিতে কয়েকবার ব্যবহার করা হবে— নারী ও পুরুষকণ্ঠে। গানের কথাগুলো এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে অনুভব করা যায় যে হারিয়ে গেলেও হারিয়ে যায় না, যে রাত আঁধার সেই রাতেই চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, চোখের আলো নিভে গেলেও মনের আলো উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

ফেড ইন

দৃশ্য ৬

চলন্ত জিপ গাড়ির ভেতর ক্যামেরা। আমাদের চোখের ওপর দিয়ে ছুটে পেরিয়ে যাচ্ছে খেত, মাঠ, বন, টিলা। আর জিপ চালাচ্ছে চা বাগানের ম্যানেজার জামাল, তার পাশে বসে আছে সাবিহা।

আমরা দৃশ্য শুরু করছি চলন্ত শটের ওপর জামালের অফ ভয়েস দিয়ে, তারপর প্রকাশ করব চালক ও আরোহিণীকে।

জামাল : এই সবই যা দেখছেন, যতদূর চোখ যায়, একসময় সব ছিল চৌধুরীদের জমিদারি। এখন জমিদারি নেই, আছে একটা সেকেলে বিরাট প্রাসাদ যেখানে আপনি যাচ্ছেন—

এবার আমরা দেখতে পাই শুধু সাবিহাকে ক্লোজ শটে, জিপে বসে আছে— তার ওপর শোনা যায়,

জামাল : গভর্নেস হয়ে, একটি ছোট মেয়ের ভার নিতে। আর আছে, মাইল পাঁচেক দূরে একটা চা বাগান, চৌধুরীদের এখন একমাত্র সম্পত্তি, আমি যার ম্যানেজার—

এবার শুধু জামালকে দেখা যায়, সে গাড়ি চালাচ্ছে।

জামাল : আমার নাম জামাল। আমিও খুব বেশি দিন এখানে আসিনি, বলতে গেলে আপনারই মতো নিউলি ইম্পোর্টেড।

বলেই হেসে ওঠে জামাল।

কাট করে টু শট ধরি, দেখি সাবিহাও তার সঙ্গে হাসছে।

সাবিহা : তাহলে তো আপনার কাছ থেকেও বিশেষ কিছু জানতে পারব না, চৌধুরী সাহেবের সঙ্গেও দেখা হলো না।

জামাল : কেন, ঢাকায় তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি? আপনাকে সিলেক্ট করলেন কে?

সাবিহা : আমার গানের স্যার, তাঁর কাছে উনি গান জানেন এমন কাউকে খুঁজছিলেন।

জামাল : আপনি গান জানেন বুঝি? বাহ, একদিন শোনাবেন তো?

সাবিহা : গান শোনাতে তো এখানে আসিনি, এসেছি গান শেখাতে, চৌধুরী সাহেবের মেয়েকে।

জামাল : মেয়ে? চৌধুরী সাহেবের মেয়ে? তার তো বিয়েই হয়নি, মেয়ে কোথায় পেলেন? ও ওঁর বড় ভাইয়ের মেয়ে, ভাই

মারা গেছেন।— এই যে, এসে গেছি আমরা। আপনাকে নামিয়ে দিয়েই আমাকে আবার গার্ডেনে ছুটতে হবে।

শেষ কথাগুলোর ওপর চলন্ত শট — সাবিহার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। দেখা যায় বিশাল ও প্রাচীন একটি জমিদার বাড়ি ক্রমশ আমাদের দৃষ্টির নিকটতর হচ্ছে।
সাবিহা তাকিয়ে থাকে।
চলন্ত শট থেমে যায়। বাড়ি স্থির হয়ে যায়।

দৃশ্য ৭

বাড়ির বাইরে, বারান্দার নিচে এসে জিপ দাঁড়ায়। লাফ দিয়ে নামে জামাল। জামাল হর্ন বাজায় বার দুয়েক। চিৎকার করে ডাকে,

জামাল : সমশের, সমশের, লুৎফার মা, গেল কোথায় সব?

সাবিহা ততক্ষণে নেমে এসেছে। জামাল তার সুটকেশ নামিয়ে দিতে দিতে বলে,

জামাল : আশ্চর্য, ঢাকায় চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

সাবিহা : কেন, আপনার ভয় হচ্ছে উনি আমাকে দেখেশুনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেননি, এসে হয়তো পছন্দ হবে না, বরখাস্ত করে দেবেন?

জামাল : আরে না, না, তা ভাবছি না। ভাবছি, আমার বোন বোধ হয় ফাঁসিয়েছে।

সাবিহা : আপনার বোন?

জামাল : হ্যাঁ, ও লিখেছিল দল বেঁধে কক্সবাজার যাচ্ছে, পারলে জাহাঙ্গীর, মানে আপনার চৌধুরী সাহেবকে দলে টেনে নেবে।

সাবিহা : আমার চৌধুরী সাহেব?

সাবিহা মৃদু রসিকতা করেই ভুলটা ধরিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে থাকে জামাল, তারপর হেসে ফেলে অপ্রস্তুত হয়ে। কী করবে বুঝতে না পেরে জোরে হর্ন বাজিয়ে দেয়, লম্বা একটানা হর্ন বাজে।

ভেতর থেকে এবার দৌড়ে আসে লুৎফার মা — এ বাড়ির পুরনো দাসী, আর সমশের — এ বাড়ির পুরনো চাকর।

জামাল : কোথায় থাকো তোমরা, অ্যাঁহ? এই যে মিস খানম, এ হচ্ছে লুৎফার মা, আর এ সমশের — এদের হাতেই বাড়িঘর, চৌধুরী সাহেব তো আর দুদিনের বেশি থাকেন না কখনো, এরাই বাড়ির হর্তাকর্তা।

কথাটা শুনে লুৎফার মা বিরক্তির সঙ্গে পানের পিক ফেলল।

জামাল : এরাই আপনাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে। আর, লুৎফার মা, ইনি সেই নতুন মাস্টার, ঢাকা অফিস থেকে যার কথা লিখে টেলিগ্রাম করেছিল।

লুৎফার মা : সাহেব কবে আসবেন, জানেন নাকি ম্যানেজার সাব?'

জামাল : নাহ। কক্সবাজার গেছে।

বলে সে সাবিহার দিকে প্রশস্ত নিঃশব্দ হাসে — অর্থাৎ তার বোনের সঙ্গে যে কক্স বাজার গেছে, তার স্মরণে হাসিটা। তারপর সাবিহাকে বলে,

জামাল : আসি তাহলে, বাই বাই।

লুৎফার মা সমশেরকে বলে, যে এর মধ্যে সাবিহার সুটকেস হাতে তুলে নিয়েছে।

লুৎফার মা : সমশের, পুবের ঘরে নিয়ে যাও। আসুন, আপনার ঘরটর সব ঠিক করে রেখেছি, আসুন।

ভেতরে উঠে যায় ওরা।

দৃশ্য ৮

প্রশস্ত ড্রয়িংরুম। সেকেলে আসবাব দিয়ে সাজানো। পুরনো দিনের অনুকরণে এমনকি একটা ফায়ার প্লেসও আছে। তবে, দেয়ালে কোনো ফটো বা তৈলচিত্র নেই। একটা পিয়ানো আছে এককোণে। বাঘছাল এবং বল্লম ইত্যাদি দিয়ে দেয়াল সাজানো। ঘরের ভেতর আসে সাবিহা ও লুৎফার মা। সমশেরকে দেখা যায় সুটকেস নিয়ে ভেতরে চলে যেতে। লুৎফার মা সাবিহাকে নিয়ে ভেতরের দিকে যাবার উদ্যোগ করে, এমন সময় সাবিহা দাঁড়িয়ে পড়ে জিগ্যেস করে,

সাবিহা : সে কই?

সঙ্গে সঙ্গে লুৎফার মার ক্লোজ আপ। হঠাৎ যেন চমকে উঠেছে বুড়ি। কম্পিত গলায় সে উচ্চারণ করে,

লুৎফার মা : কে?

সাবিহা : মেয়েটি।

সাবিহা নির্দোষভাবেই তার দেখাশোনার কথা মাকে সেই মেয়েটির কথা জানতে চায়, কিন্তু ভুল বোঝে লুৎফার মা। (কাহিনি আরও অগ্রসর হলে আমরা বুঝতে পারব, কেন লুৎফার মা চমকে উঠেছিল।) লুৎফার মার নিশ্বাস পড়ে ঘনঘন, ঠোঁট শুকিয়ে যায়।

সাবিহা : তার নামটিও তো আমার শোনা হয়নি। কী নাম ছোট সোনামণির?

এবার স্বস্তি বোধ করে লুৎফার মা। হাঁপ ছেড়ে বলে,

লুৎফার মা : ও, তার কথা বলছেন? তুলির কথা? তার নাম তো তুলি।

সাবিহা : বাহ্, মিষ্টি নাম। তুলি। কোথায় সে?

লুৎফার মা : বিকেলে একটু ঘুমোয়, ঘুমিয়ে আছে। আপনি ঘরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিন, চা দিই, তুলি মণি উঠলেই আপনার কাছে নিয়ে আসব। আসুন, আপনার ঘর দেখিয়ে দিই।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায় দু'জনে।

দৃশ্য ৯

দোতলা লম্বা বারান্দা। দরোজার পর দরোজা পেরিয়ে যায় লুৎফার মা, তার সঙ্গে সাবিহা।

সাবিহা : এত বড় বাড়ি?

লুৎফার মা : হলে হবে কি, মানুষ আমরা এই ক'জন। সাহেব তো থাকেই না।

সাবিহা : তুলির বাবা নেই শুনেছি। মা?

ক্লোজ আপ — লুৎফার মা। চোখ নামিয়ে নেয় দাঁড়িয়ে পড়ে।

সাবিহা : তুলিও তবে আমারই মতো?

লুৎফার মা এগিয়ে যায়, একটা ঘরের সমুখে এসে থামে।

লুৎফার মা : এই আপনার ঘর। নতুন নতুন অসুবিধা হবে একটু দিশ পেতে, বড় বাড়ি তো। আপনার ঘর থেকে সোজা বাঁ দিকে

গিয়ে, তারপর ডান দিকে, আবার বাঁ দিকে, তারপর আবার বাঁ দিকে ফিরলেই নিচের সিঁড়ি পাবেন। সাবিহা। তুলি কোথায় শোয়?

লুৎফার মা : নিচে, সিঁড়ির পাশে বড় ঘরে, আমার কাছে। জন্ম থেকে তো আমিই ওর দেখাশোনা করছি। যাই, কামরাঙার হাতে চা পাঠিয়ে দিই।

সাবিহা : কামরাঙা কে?

লুৎফার মা : কাজের মানুষ। কামরাঙা আছে, ডালিম-এর মা আছে, আম্বিয়া আছে, আরও অনেকজন আছে। কতকালের বাড়ি, কতকালের সংসার, বোঝন না?

সাবিহা ঘরের ভেতরে ঢুকে যায়।

দৃশ্য ১০

ঘরের ভেতরে আসে সাবিহা। প্রশস্ত ঘর। পরিপাটি বিছানা পাতা। বিরাট ড্রেসিং টেবিল। চওড়া জানালা। সাবিহা জানালার কাছে যায়। নিচে বিরাট চত্বর চোখে পড়ে। কাজের মানুষদের দুএকজনকে দেখা যায়। কোথায় একটা পাখি ডেকে ওঠে। মনটা প্রফুল্ল হয়ে যায় তার। জানালার বাইরে চোখ ফেলে খোঁজে। পাখিটা দেখতে পায় না। ফিরে এলে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে, আর তক্ষুনি তার চোখে পড়ে টেবিলের ওপর একটা শাদা পাতায় কাঁচা হাতে কী লেখা।

ক্লোজ আপ

— লেখা —তুমি কি আমার মা?'
অফক্রিনে পাখিটা আবার ডেকে ওঠে।
সাবিহার চোখ জলে টলমল করে ওঠে।

দৃশ্য ১১

হলের দৃশ্য থেকে কাট করে আমরা দেখতে পাই তুলিকে। সাত বছরের মেয়ে।ড্রয়িং রুমে বসে তুলি আর তার সমুখে সাবিহা। তুলির সোলো শট থেকে দৃশ্য শুরু।

তুলি : তুমি আমার মা? নিশ্চয়ই তুমি আমার মা। চাচা বলেছে, আমার মা আছে। আমার মা আসবে। তুমি তো এসেছ। তুমি আমার মা। বলো, তুমি আমার মা।

ঠিক এই সময়ে লুৎফার মা ঘরে ঢুকছিল, তার হাতে ঝকঝকে করে মাজা একটা বড় টেবিল ল্যাম্প — দিনের বেলা বলে ধরানো নয়।

লুৎফার মা : ছি তুলিমণি, দুষ্টুমি করছ।

সাবিহা : না,না, দুষ্টুমি তো কিছু করছে না। আমার সঙ্গে গল্প করছে, তাই না তুলি?

লুৎফার মা টেবিলে ল্যাম্পটা রাখে। কাছে আসে। তুলিকে বলে,

লুৎফার মা : তোমাকে বলেছি না, তোমার মাস্টার আসবে। উনি তোমার মাস্টার।

তুলি : কক্ষনো না।

লুৎফার মা : আবার। উনি তোমার মাস্টার।

তুলি কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়। সাবিহাও খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

তুলি : উনি তো গান জানেন।

লুৎফার মা : তাতে কী?

তুলি : চাচা বলেছে, আমার মা গান জানে। তাহলে এই তো মা।

বলেই তুলি সাবিহাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে।

সাবিহার চোখ বেয়ে টপ করে অশ্রু ঝরে পড়ে। কোনরকমে সাবিহা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,

সাবিহা : তুলি—তোমার—ইচ্ছে হলে—তুমি— আমাকে— মাস্টার মা বোলো।

লুৎফার মা বিরক্ত মুখ করে চলে যায়।

তুলি হাত তালি দিয়ে ওঠে।

তুলি : মাস্টার মা? কী মজা, মাস্টার মা, আগে একটা 'মা' শেষে একটা 'মা' মাঝখানে 'স্টার' — স্টার মানে আমি জানি, তারা — তুমি তারা নিয়ে গান জানো মাস্টার মা? গাও না, আমাকে শিখিয়ে দাও না।

সাবিহা : তারা নিয়ে গান?

তুলি : হ্যাঁ।

সাবিহা : আকাশে যে তারা?

তুলি : হ্যাঁ, আকাশে যে তারা, গান করো না মাস্টার মা।

সাবিহা তখন গাইতে শুরু করে —

গানের কথাগুলো এ রকম হতে পারে,

রাত্রি তো নয় শুধু নিবিড় আঁধার,
ওঠে চাঁদ, ফোটে তারা।
তার একটি তারার নাম ধ্রুবতারা।
কত পাখি উড়ে যায় নিঃসীম নিলীমায়
তার একটি পাখি আজ পথহারা।
থরথর ডানা তার কাঁপছে, ফিরতে পারবে কিনা ভাবছে,
জানে না সে নীলাকাশে একটি তারার নাম ধ্রুবতারা।

এই গানের ভেতরে আমরা দেখব, তুলিকে দিয়ে পিয়ানোয় রিড বাজিয়ে নিচ্ছে সাবিহা — আঙুল ধরে ধরে। দেখব, তুলির রাতের খাওয়া সারা হলো, তুলির পোশাক বদলানো হলো, তুলি লুৎফার মার সঙ্গে তার ঘরে গেল শুতে, সাবিহা তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

দৃশ্য ১২

লুৎফার মা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। তুলি ঘুমিয়ে পড়ল। সাবিহার গান শেষ হলো।

লুৎফার মা : চলুন, আপনি ঘরে যাবেন।

সাবিহা : আমি নিজেই যেতে পারব।

লুৎফার মা : নতুন মানুষ, এত বড় বাড়ি, হারিয়ে যদি যান।

সাবিহা : কী বলো তুমি? হারাব কেন?

লুৎফার মা : না, না, আমি সঙ্গে আসি।

লুৎফার মা এ হেন চাপাচাপি করায় একটু অবাকই হয় সাবিহা।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লুৎফার মা যখন আঁচল থেকে চাবি নিয়ে দরোজায় তালা দেয়, সাবিহা বিস্মিত হয়ে যায়।

সাবিহা : তালা দিচ্ছ যে?

লুৎফার মা : রাত্রিকাল তো।

তার গলার স্বর শুনে চমকে যায় সাবিহা, দুর্বোধ্য ঠেকে ব্যাপারটা।

তারা বেরিয়ে যায়।